জীবনতৃষা : অদ্বৈত মল্লবর্মণ, এক অনালোচিত অধ্যায়

কাজল গাঙ্গুলী

মাত্র সাঁইত্রিশ বছরের জীবন, ক্ষয়রোগে তিলে তিলে শেষ হয় বাংলা ভাষার এক সাহিত্যিকের জীবন। পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে একই বয়স সীমায় পৌঁছে আত্মঘাতী হন এক চিত্রশিল্পী। জীবনের অমোঘ নিয়মে মৃত্যু কিংবা আমন্ত্রিত মৃত্যু, যাই হোক না কেন, দুইয়ের ক্ষেত্রেই এক সরল সত্য প্রকাশিত — প্রতিভার ক্ষয়। জীবন সযত্নে আগলে রাখে সংবেদনশীল মননকে, শিল্পসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাকে; অথচ মৃত্যুর মতো ঠাণ্ডা আর কী বা হতে পারে? জীবনতৃষা মেটে না, প্রথম জনের অনেক শব্দবয়ন থেকে যায় অপূর্ণ, দ্বিতীয়জনের রেখে যাওয়া রঙ তুলিতে লাগে বেদনার স্পর্শ। পড়ে থাকে সাদা পৃষ্ঠা ও সাদা ক্যানভাস, মৃত্যুর প্রতিচ্ছবিরূপে চেয়ে থাকে অনিমিখ। জীবনের ঘোষিত বার্তা এই, তা যতই স্বল্প হোক না কেন মৃত্যুর অন্ধকারের চেয়ে উজ্জ্বল তাঁদের সৃজন। সাহিত্যিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও চিত্রশিল্পী ভ্যানগঘ, দুই ব্যতিক্রমী প্রতিভা, শিল্পসৃষ্টির স্বতন্ত্র মাধ্যমে দুজনের প্রকাশ, সৃষ্টিশীলতায় উন্মুখ অথচ মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সে দুজনেরই জীবনাবসান। এ এক আশ্চর্য সমাপতন।

আমাদের আলোচনা অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও চিত্রশিল্পী ভিনসেন্ট ভ্যানগঘকে নিয়ে। যোগসূত্র অদ্বৈত অনূদিত একটি উপন্যাস – 'জীবনতৃষা'। মূল উপন্যাসটির রচয়িতা আরভিন স্টোন (Irving Stone), উপন্যাসটি একটি সাড়াজাগানো লেখা — Lust for Life. শুরুতে মূল উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক সম্পর্কে দু'চার কথা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

আরভিন স্টোন ও লাস্ট ফর লাইফ

আরভিন স্টোন (১৯০৩-১৯৮৯) একজন আমেরিকান ঔপন্যাসিক। তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাসই মহান ব্যক্তিদের জীবন অনুসরণে লেখা। ১৯৩১ সালে শিল্পী ভ্যানগঘের উপর দীর্ঘ গবেষণার ফলস্বরূপ লেখেন লাস্ট ফর লাইফ। উপন্যাসটির উৎস সম্পর্কে তাঁর ভাষ্য: "My main source was Vincent Van Gogh's three Volumes of letters to his brother Theo (Houghton Mifflin, 1927-1930). The greater Part of the material I unearthed on the trail of Vincent across Holland, Belgium, and France."

উপন্যাসটি প্রকাশের (১৯৩৪ খ্রি.) সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পড়ে যায়। Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, Norwegian, Polish, Portuguese, Swedish প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় উপন্যাসটি অনূদিত হয়। ইংরেজি ভাষায় অসংখ্যবার পুনর্মুদ্রিত হবার পর পকেট বুক সংস্করণ প্রকাশিত হলে ভূমিকায় আরভিন স্টোন লেখেন : "This though gives me double pleasure : in a country where more than ten thousand new volumes are published each year."

পরবর্তীতে এই উপন্যাসটিকে নিয়ে চলচ্চিত্রও তৈরি হয়। অভিনেতা Kirk Douglas

ভ্যানগঘের ভূমিকায় অভিনয় করেন এবং অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস লাভ করেন।

লাস্ট ফর লাইফ, শিল্পী ভ্যানগঘের জীবন আখ্যান হলেও তা শুধুমাত্র তথ্যভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি। বাস্তব ঘটনার সঙ্গে ঔপন্যাসিকের কল্পনার মিশেল ঘটেছে সাবলীলভাবে। আরভিন নিজেও এ বিষয়ে সংশয়াতীত ছিলেন না, তিনি লিখছেন : "The reader may have asked himself, 'How much of this story is true ?' The dialogue had to be reimagined; there is an occasional stretch of pure fiction, such as the maya scene, which the reader will have readily recognized ... the book is entirely true."

বহুল প্রচারিত এই উপন্যাসটি বাংলা ভাষায় অনুবাদের প্রয়াস পেল অদ্বৈত মল্লবর্মণের হাতে, ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ, কিন্তু তা অন্যমাত্রা পেয়ে যায় যখন দেখি এই ঘটনার নেপথ্যে ছিলেন আরও এক দিক্‌দর্শী, তিনি সাগরময় ঘোষ।

সাগরময় ঘোষ ও অদ্বৈতমল্লবর্মণ

অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে শ্রী অচিন্ত্য বিশ্বাস তাঁর গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যাদি দিয়েছেন বিভিন্ন গ্রন্থে। কুমিল্লা থেকে পড়াশুনো অসম্পূর্ণ রেখে অদ্বৈত কলকাতায় আসেন ১৯৩৪ সাল নাগাদ। কলকাতায় এসে তিনি প্রথমে যুক্ত হন ত্রিপুরা পত্রিকার সঙ্গে। ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা-র মুখপত্র 'ত্রিপুরা'য় অদ্বৈতর সাংবাদিক জীবনের হাতেখড়ি। এরপর ১৯৩৫ সালে কুমিল্লার শ্রীকাইল গ্রামের বিখ্যাত দত্ত পরিবারের ক্যাপ্টেন নরেন্দ্র দত্ত কিনে নেন 'নবশক্তি'। নতুন নবশক্তির সম্পাদক নিযুক্ত হন প্রেমেন্দ্র মিত্র। সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পান অদ্বৈত মল্লবর্মণ। 'নবশক্তি'-র সেকাল সম্পর্কে দেশ পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষ জানান : "বেঙ্গল ইমিউনিটির পাবলিসিটি ইনচার্জ ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। তিনিই হলেন নবশক্তির সম্পাদক। তাঁর দায়িত্ব ছিল 'সম্পাদকীয় আর একটি বিজ্ঞাপন গল্প' লেখা। বিজ্ঞাপন গল্প অর্থাৎ 'বেঙ্গল ইমিউনিটির কোন ওষুধের গুণগান করার গল্প'।"

প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদকের ভূমিকায় থাকলেও কার্যত নবশক্তি সাপ্তাহিকের সম্পূর্ণ দায়িত্ব এসে পড়ে অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপর। স্বনামে বেনামে প্রচুর লেখার দায়িত্ব সহ প্রচার বিভাগীয় সমস্ত কাজকর্মও তাঁকে করতে হতো। এ প্রসঙ্গে সুশীল রায় জানান : "১৯৩৬ সালের কথা। 'নবশক্তি' পত্রিকা তখন পার্কসার্কাস থেকে বেরোয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র নামে সম্পাদক, পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব একা অদ্বৈত মল্লবর্মণের ঘাড়ে। আমি মাঝে মাঝে লেখা নিয়ে যাই। মিষ্টভাষী এই ক্ষীণকায় মানুষটির বিনয় নম্র স্বভাব আমাকে খুবই আকর্ষণ করত। কিন্তু যখনই গিয়েছি, দেখেছি কাজের চাপে অত্যন্ত বিব্রত। এক হাতে তাঁকে সব কিছুই করতে হয়।"

এই নবশক্তির দপ্তরেই সাগরময় ঘোষ, অদ্বৈতর সহকর্মী হিসেবে যোগ দেন ১৯৩৬ সালে। নবশক্তিতে অদ্বৈত এবং সাগরময় ঘোষ দুজনেই তিরিশ টাকা বেতন পেতেন। ১৯৩৮ সালে অদ্বৈত নবশক্তির সম্পাদক নিযুক্ত হন। এরপর টানা তিন বছর তিনি সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। আকস্মিকভাবে নবশক্তির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেলে অদ্বৈত মোহাম্মদী, দৈনিক আজাদ, নবযুগ, কৃষক প্রভৃতি পত্রিকায় বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে থাকেন।

১৯৪৫ সালে অদ্বৈত যোগ দেন আনন্দবাজার গোষ্ঠীর 'দেশ' পত্রিকায়। নবশক্তিতে তাঁর এক সময়ের সহকারী সাগরময় ঘোষ তখন 'দেশ' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। তিনিই কাজে সাহায্য করার জন্য অদ্বৈতকে এখানে নিয়ে আসেন। সাগরময় ঘোষ এপ্রসঙ্গে লিখছেন : "১৯৪৫ নাগাদ সুরেশচন্দ্র মজুমদারকে বললাম, আমার একজন সহকারী প্রয়োজন, তিনি রাজি হলেন। তাঁকে অদ্বৈত মল্লবর্মণের কথা বললাম, লেখার হাত ভাল, খুব *efficient* সেকথাও বললাম। তখন অদ্বৈত সম্ভবত মোহাম্মদীর কাজ আর করছেন না।"

দেশ-কর্তৃপক্ষ অচিরেই অদ্বৈতর কর্মকুশলতার পরিচয় লাভ করেন। সাংবাদিক হিসেবে গঙ্গাসাগর-এর মেলার খবর তৈরির জন্য তাঁকে পাঠানো হয়। তিনি একটি প্রতিবেদন লেখেন — সাগরতীর্থে (১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬)। এরপর 'দেশ' ও আনন্দবাজার পত্রিকায় তাঁর বেশ কিছু লেখা প্রকাশিত হয় —

১. ছায়াছবির ছবি ও কাহিনী — দেশ, শারদীয়া, ১৯৪৬
২. নাটকীয় কাহিনী — দেশ, ১৯৪৭
৩. ছোটদের ছবি আঁকা — দেশ, শারদীয়া, ১৯৪৮
৪. টি.এস.এলিয়ট — দেশ, ১৯৪৭
৫. প্রাচীন চীনা চিত্রকলায় রূপ ও রীতি — আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯৪৯

'দেশ', সাগরময় ঘোষ ও অদ্বৈত মল্লবর্মণের সঙ্গে ত্রিসূত্রে গাঁথা উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি হলো — 'জীবনতৃষা'র প্রকাশ। ১৯.৩.১৯৪৯ থেকে ২০.৫.১৯৫০ — এক বছরেরও কিছুটা বেশি সময় ধরে ধারাবাহিকভাবে 'দেশ'-এ প্রকাশিত হয় উপন্যাসটি। সাগরময় ঘোষের ইচ্ছে ছিল অদ্বৈতকে দিয়ে একটি মৌলিক উপন্যাস লেখানোর। সে ইচ্ছে তাঁর পূরণ হয়নি। সাগরময় এক সাক্ষাৎকারে বলেন : 'আরভিন স্টোনের 'লাস্ট ফর লাইফ' বইটি পড়ার পর আমি তাকে অনুবাদ করতে বলি।'

অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও জীবনতৃষা

সাগরময় ঘোষ অদ্বৈতকে উপন্যাসটি অনুবাদ করতে দিলেন, অনুবাদ প্রসঙ্গে অদ্বৈত মল্লবর্মণের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায় নি। অনুবাদের শুরুতে কোনও ভূমিকাও নেই। লাস্ট ফর লাইফ-এর মতো একটি সুবিশাল গ্রন্থের অনুবাদ করা যে যথেষ্ট পরিশ্রমসাধ্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শিল্পী ভ্যানগঘের বিচিত্র জীবনে রঙের সমাহার, ভিন্ন প্রতিবেশে সৃষ্ট একটি উপন্যাসের ভিন্ন ভাব ও ভাষাকে বাংলা ভাষায় সহজ সরল ভঙ্গিতে উপস্থাপনা ছিল একটি দুরূহ কর্ম। মনে রাখতে হবে 'দেশ'-এর মতো প্রতিনিধিস্থানীয় একটি পত্রিকায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করা সম্ভব হয়েছে উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র ভ্যানগঘের জীবনের উত্থান-পতন, চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েনকে বাস্তবসম্মতভাবে উপস্থাপনার গুণে। অনেক ক্ষেত্রেই তিনি ভাষাগত ব্যবধান ঘোচাতে বর্ণনার ক্ষেত্রে মূল উপন্যাসকে ছাড়িয়ে গেছেন।

মূল উপন্যাসের পর্ব ও উপপর্ব বিন্যাস অদ্বৈতর অনুবাদে রক্ষিত হলেও দেখা যায় প্রথমদিকে অনুবাদ যথাযথ করার চেষ্টা থাকলেও শেষের দিকে দ্রুত শেষ করার জন্যই হোক

বা কর্তৃপক্ষের তাগিদেই হোক অনুবাদে মূল পাঠের বেশ কিছু অংশ বর্জন করা হয়েছে। এ বিষয়ে অচিন্ত্য বিশ্বাস মূল পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে টীকা সংযোজন করেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণের রচনাসমগ্র গ্রন্থটিতে। তাঁর মতে, 'এ সময় অদ্বৈতর স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছিল না। কোনক্রমে এই বিশাল গ্রন্থের অনুবাদ করার চেষ্টায় তীব্র মানসিক চাপ বোধ করে থাকবেন লেখক।'

'জীবনতৃষা' পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয় নি। Lust for Life-এর মতো একটি ব্যতিক্রমী উপন্যাসের অনুবাদে অদ্বৈত নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন শুধু কি সাগরময় ঘোষের অনুরোধ রক্ষার্থে? আমাদের মনে হয় তা আংশিক সত্য। অদ্বৈতর রচনাগুলির দিকে তাকালে দেখা যায় তাঁর বেশ কিছু প্রবন্ধ চিত্রকলা বিষয়ক। অর্থাৎ চিত্রকলা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ছিল। জানা যায় তাঁর মৃত্যুর পর সাগরময় ঘোষ অদ্বৈতর সংগ্রহে থাকা বইপত্র রামমোহন লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষকে সংরক্ষণের দায়িত্ব দেন। দেখা যায় তাঁর সংগ্রহের বেশ কিছুটা অংশ জুড়ে ছিল চিত্রকলা বিষয়ক গ্রন্থ। এ বিষয়ে অন্য একটি মত — যক্ষ্মারোগের সঙ্গে, দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করতে করতে সারা জীবন যুদ্ধরত সংগ্রামী শিল্পী ভ্যানগঘের সঙ্গে অদ্বৈতও নিশ্চয় প্রাণের একাত্মতা খুঁজে পেয়েছিলেন। অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য লিখছেন : "ওই সময়েই ক্রমশ চূড়ান্ত রূপ নিচ্ছিল 'তিতাস'-এর জীবন নিংড়ানো পাঠকৃতি। আসন্ন অবসানের আশঙ্কা সত্ত্বেও জীবনের প্রতি গভীর ভালোবাসা-ভরা আকাঙ্ক্ষা অদ্বৈতর সৃষ্টির চেতনাকে অনিবার্য রেখেছিল, যেমনটি ছিল দারিদ্র্য-মালিন্য উন্মাদ রোগের যুদ্ধরত ভ্যানগঘের ক্ষেত্রেও।"

এই অনুবাদ কয়েক কিস্তিতে প্রকাশিত হওয়ার পরে অদ্বৈত যক্ষ্মা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। সাম্প্রতিক তাত্ত্বিকেরা যে জীবনকে বলেন পাঠকৃতি (Life as Text) এবং পাঠকৃতির মধ্যেও খুঁজে পান তার নিজস্ব জীবন (Text as Life)— সেকথাও এখানে প্রাসঙ্গিক।

এই প্রেক্ষিতে আরও একটি তাত্ত্বিক প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া সম্ভব। সার্থক অনুবাদকে মৌলিক রচনার গুরুত্ব দেওয়া যায় কী না, এ নিয়ে সমালোচকদের অভিমত দ্বিধাবিভক্ত। কিন্তু 'জীবনতৃষা'য় Lust for Life-এর সাবলীল ও সৃজনশীল ভাষান্তর সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে মৌলিক প্রতিবেদনের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর নিজস্ব সৃষ্টিজীবনের উপলব্ধি ও জীবনযন্ত্রণা অনুরণিত হয়েছে অনন্য স্রষ্টা ভ্যানগঘের জীবনবৃত্তান্তের অনুষঙ্গে। তাই অদ্বৈতর স্রষ্টা চক্ষুতে দুই সমান্তরাল জীবনের আশ্চর্য ঐক্য প্রতীতী উন্মোচিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে গবেষক শান্তনু কায়সার লিখছেন : "যে ভ্যানগঘের জীবন নিয়ে লাস্ট ফর লাইফ লেখা, তার প্রসঙ্গে ডাক্তার প্যাচেট বলেন : 'All Artists are crazy. That's the best thing about them. I love them that way, I sometimes wish I could be crazy myself ! No excellent soul is exempt from a mixture of madness !' কিন্তু শিল্পী যখন মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে তখন তাঁর ভাই থিও ডাক্তারকে স্মরণ করিয়ে দেয় : 'I know, Doctor, but he is a youngman, only thirty seven. The best part of life is still before him.' একথা থেকে বোঝা যাচ্ছে অদ্বৈত মল্লবর্মণ আর ভ্যানগঘ যেন একই তরণীর যাত্রী। অন্তর্গত রক্তের ভেতর দুজনেরই একই বোধ খেলা করে। বোধের কেন্দ্রিয়ভাবনা একই।"

ঐ বোধকে ভিত্তি করে তপোধীর ভট্টাচার্য বলেছেন, 'এই অসামান্য উপলব্ধি সঞ্চার করে

বলেই অদ্বৈতর জীবনতৃষা নিছক অনুবাদ-এর গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকে না, হয়ে ওঠে তাঁর সৃষ্টিজীবনেরই আলেখ্য।'

'জীবনতৃষা'র নিবিড় পাঠে আরেক সত্য উন্মোচিত হয়, অদ্বৈত মল্লবর্মণ মানে শুধু 'তিতাস একটি নদীর নাম' নয়। তিতাসের স্রোতে ভেসে গেছে অদ্বৈতর অন্য রচনাগুলি, সেগুলি পাঠের সময় এসেছে এবার।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

১. অদ্বৈত মল্লবর্মণ : রচনাসমগ্র, দে'জ পাবলিশিং

২. অচিন্ত্য বিশ্বাস : প্রসঙ্গ অদ্বৈতমল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম, রত্নাবলী

৩. বিমল চক্রবর্তী : অদ্বৈত মল্লবর্মণ ব্রাত্য জীবনের ব্রাত্য কথাকার, অক্ষর

৪. সাগরময় ঘোষ : সম্পাদকের বৈঠকে, আনন্দ